17

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...07 SEP 1995...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

প্রসঙ্গ ঃ পরীক্ষার ফল, শিক্ষা ব্যবস্থা এবং বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতি

চারটি শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষার পাসের হার ৭৪ দশমিক ৪০ শতাংশ কুমিল্লা বোর্ডে এই হার ৭৪ দশমিক ৯৩ শতাংশ, রাজশাহী বোর্ডে ৭১ দশমিক ৯০ শতাংশ, এবং যশোর বোর্ডের হার ৭০ দশমিক ৭৪ শতাংশ। দেখা যাচ্ছে পাসের হার ভাল। অনেক ছেলেমেয়েরাই পাস করেছে। এরা এগিয়ে যাবে শিক্ষার পথ ধরে। এটাই প্রত্যাশিত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু এদের সবাই কি এই পথ ধরে আরও এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবে? এর সঠিক উত্তর হচ্ছে- না। কারণ পাস করা এই বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রীর অর্ধেকই উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ভর্তির সুযোগ পাবে না আসন স্বল্পতার কারণে।

ছেলেমেয়েরা বেশি সংখ্যায় পাস করছে। পাসের হারও কম নয়। এতে পাস করা ছেলেমেয়ের সংখ্যা বাড়ছে সন্দেহ নেই। কিন্তু বলা যাবে কি শিক্ষার মান বাড়ছে এতে? শিক্ষার মান যে ক্রমেই অবনতির দিকে তা সকলেই স্বীকার করেন। পাস করাই শিক্ষার একমাত্র এবং পরম ব্যাপার নয়। শিক্ষার মূল লক্ষ্য জ্ঞানার্জন। অবজেকটিভ টাইপে প্রশ্নব্যাংক চালু করায় 'আন্দাজের' ওপর টিক্ মেরে পরীক্ষা দিয়ে অনেকে রচনামূলকে ফেল করেও কৃতিত্বের সঙ্গে পাস করছে। এই পদ্ধতিটি যে মেধা ও সৃজনশীলতা বিকাশে অন্তরায় অনেক বিশেষজ্ঞের পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদেরও অভিমত সেটাই।

পরীক্ষা পদ্ধতির এই বিষয়টি নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞমহলের সঙ্গে আলোচনা ও বিভিন্ন পর্যায়ে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় সুচিন্তিত মতামতের ভিত্তিতে প্রশ্নব্যাংক পরীক্ষা পদ্ধতি পরিহার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এটা নিঃসন্দেহে যুক্তিযুক্ত ও প্রশংসনীয়। এ পদ্ধতির মাধ্যমে একজন পরীক্ষার্থীকে সার্বিকভাবে মূল্যায়ন করা সম্ভব। কিন্তু শিক্ষার যে মহৎ লক্ষ্য কোথায় তা অনুধাবন না করে কতিপয় ছাত্রছাত্রী বর্তমান গৃহীত পরীক্ষা পদ্ধতি বাতিল করে পূর্ব পদ্ধতি বহাল রাখার জন্য আন্দোলন করছে, যা নিঃসন্দেহে দুঃখজনক।

নন্দদুলাল দাস
জয়দেবপুর মধ্যপাড়া (কলেজ রোড),
গাজীপুর।